যুগান্তর

তারিখ ... 01 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ৩ ...

চট্টগ্রাম কলেজে রোববার ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষের একপর্যায়ে পুলিশ একাংশকে তাড়া করে
যুগান্তর

চট্টগ্রাম কলেজ রণক্ষেত্র

ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষ : গুলিবিদ্ধ ৩

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম কলেজের সামনে ছাত্রলীগের একপক্ষের জঙ্গিবাদবিরোধী মানববন্ধনে সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে আরেক পক্ষ। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও সংঘর্ষে পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। সংঘর্ষের সময় গুলিবর্ষণ ও ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটে। এতে নগর ছাত্রলীগের এক নেতাসহ ৩ জন গুলিবিদ্ধ ও একজন সাধারণ শিক্ষার্থী ককটেলের স্প্লিন্টারের আঘাতে আহত হয়েছেন। রোববার বেলা ১টার দিকে চট্টগ্রাম কলেজের প্রধান গেটে এ ঘটনা ঘটে। গুলিবিদ্ধ হয়ে আহতরা হলেন নগর ছাত্রলীগের উপ-গণশিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক ইসমাইল হোসেন জীবন (২৩), ছাত্রলীগ কর্মী ইমাম হোসেন (২৩) ও বাপ্পা হোসাইন (২২)। এছাড়া ককটেল বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন কলেজের এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ইলিয়াস সরকার (১৮)। আহতদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে ইমাম হোসেনের অবস্থা আশংকাজনক।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মহানগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নুরুল আজিম রনির অনুসারীরা মানববন্ধনে হামলা চালালে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। পরে রনির অনুসারী সশস্ত্র ক্যাডারদের পুলিশ গ্রেফতারের পরিবর্তে ক্যাম্পাস থেকে নিরাপদে বের করে দেয় বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

চট্টগ্রাম কলেজ রণক্ষেত্র

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্রলীগের একাংশের নেতা নুরুল মোস্তফা টিনুর অনুসারী সুভাষ মল্লিক সবুজসহ কয়েকশ' শিক্ষার্থী বেলা ১টার দিকে চট্টগ্রাম কলেজের প্রধান গেটের সামনে জঙ্গিবাদবিরোধী মানববন্ধন কর্মসূচি শুরু করে। এ সময় নগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম আজিম রনির অনুসারী হিসেবে পরিচিত মাহমুদুল করিম, সাইমুন, জিতু মাহিনসহ বেশ কয়েকজন ছাত্রলীগ ক্যাডার উপস্থিত হয়ে মানববন্ধনে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে। প্রতিবাদ করায় তারা কয়েক রাউন্ড গুলি করে। এ সময় মানববন্ধনে অংশ নেয়া ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা রনির অনুসারীদের ধাওয়া করে। একপর্যায়ে উভয়পক্ষে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া, গুলিবিনিময় ও বেশ কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে অন্তত তিনজন গুলিবিদ্ধ হয়ে ও একজন ককটেলের আঘাতে আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে পাঠানো হয় হাসপাতালে। ধাওয়া খেয়ে রনির অনুসারীরা সশস্ত্র অবস্থায় চট্টগ্রাম কলেজ ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে প্রশাসনিক ভবনে অবস্থান নেয়। রনির অনুসারীরা কলেজ ক্যাম্পাসের ভেতরে ঢুকে গেলে তাদের বাইরে থেকে অবরুদ্ধ করে রাখে টিনুর অনুসারীরা। চট্টগ্রাম কলেজের সামনের রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আতংকিত হয়ে পড়েন। চকবাজার এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা প্রায় ৩ ঘণ্টা আটকা পড়েন। দুই গ্রুপের সংঘর্ষে পুরো এলাকা দৃশ্যত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। খবর পেয়ে সিএমপির উত্তর,জোনের ডিসি পরিতোষ ঘোষ এবং অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার আবদুর রব ও চকবাজার থানার ওসি আজিজ আহমেদসহ পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছেন।

পরিতোষ ঘোষ যুগান্তরকে বলেন, 'আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছিল। এতে কয়েকজন আহত হয়েছেন। একপক্ষ আরেক পক্ষকে অবরোধ করে রেখেছিল। আমরা তাদের উদ্ধার করে বের করে দিয়েছি। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।'

রনির অনুসারী ও চট্টগ্রাম কলেজ শাখা ছাত্রলীগ নেতা মাহমুদুল করিম বলেন, কয়েকদিনের ধারাবাহিকতায় বহিরাগতরা আজও আমাদের ওপর হামলা চালায়। আমরা কলেজ ক্যাম্পাসের ভেতরে অবস্থান নিয়েছি। কিন্তু তারা যেখানেই পাচ্ছে সেখানেই আমাদের কর্মীদের মারধর করছে। তিনি মানববন্ধনে গুলি করার বিষয়টি অস্বীকার করেন।

চকবাজার থানা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি নুরুল মোস্তফার অনুসারী সুভাষ মল্লিক যুগান্তরকে বলেন, কোনো কারণ ছাড়াই মাহমুদুল করিম ও সাইমুন আমাদের ওপর গুলিবর্ষণ করেছে। আমরা তাদের গ্রেফতারের দাবি জানাচ্ছি।

অস্ত্রধারীদের নিরাপদে বের করে দেয়ার অভিযোগ : টিনু গ্রুপের অনুসারীদের গুলি করার পর রনির অনুসারী হিসেবে পরিচিত মাহমুদুল হকসহ কয়েকজন কলেজের প্রশাসনিক ভবনে ঢুকে পড়েন। তারা সশস্ত্র অবস্থায় রয়েছে জানিয়ে টিনুর অনুসারীরা পুলিশের কাছে তাদের গ্রেফতারের দাবি জানান। ঘটনাস্থলে বেলা ২টার দিকে টিনু নিজেও উপস্থিত হন। তিনি ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে অবস্থান নিয়ে সশস্ত্র ছাত্রলীগ ক্যাডারদের গ্রেফতার দাবিতে সিএমপির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। সিএমপির উত্তরের ডিসি পরিতোষ ঘোষ অস্ত্রধারীদের গ্রেফতারের আশ্বাস দেন। একই সঙ্গে টিনুর অনুসারীদের রাস্তা ও কলেজের গেটের অবরোধ তুলে নিতে বলেন। টিনুর অনুসারীরা কলেজের গেটের অবরোধ তুলে নিয়ে তারা চট্টগ্রাম গভর্নমেন্ট স্কুলের সামনে অবস্থান নেন। এরপর পুলিশের একটি বড় ট্রাক কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে সেখানে অবস্থানকারীদের নিচে নামিয়ে আনে। তাদের (রনির অনুসারীদের) গ্রেফতার করা হচ্ছে না— এমন খবর পেয়ে আবার স্লোগান দিয়ে টিনুর অনুসারীরা গেটের দিকে আসতে থাকে। এ সময় পুলিশ তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে চকবাজারের দিকে নিয়ে যায়। এ সময়ের মধ্যে রনির অনুসারী ক্যাডাররা কলেজ ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে যায়।